মনকে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। এই যে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করা সব ক্ষেত্রেই সফলের প্রেষণা কার্যকরী হয়। তাই শিক্ষককে এই বিষয়ে খুবই সচেতন থাকতে হবে।

১১। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি শিক্ষার্থীরই আলাদা আলাদা বিষয়ের প্রতি উৎসাহ থাকে। ফলে তাদের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্ষমতাও থাকে। তাই শিক্ষকের কাজ হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে সেই মতো তাদের এগিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেষণা জাগাতে হবে।

১২। এছাড়াও শিক্ষণের বিভিন্ন কৌশল যখন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রয়োগ করবেন সেইগুলিকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রেষণাকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করবেন। যেমন—

i. কোনো নতুন বিষয় পঠনের শুরুতে যে ভূমিকা তিনি করবেন।
ii. বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যে পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করবেন।
iii. দলগত আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেবেন।
iv. যে-কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে কৌশল তিনি গ্রহণ করবেন।
v. প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করবেন।

শিক্ষককে তার শেখানোর বিষয় এবং যাদের তিনি শেখাবেন দুটি বিষয়ের প্রতিই উৎসাহী থাকতে হবে। বিষয় অনুযায়ী এবং শ্রেণি সম্পর্কে সচেতন হয়েই প্রদীপন (Aids) ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া শিক্ষককে সকল সময়ের জন্য মনকে উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন হতে হবে। যাতে করে তিনি যেমন শ্রেণিকক্ষে বিষয় ও শিক্ষার্থী অনুযায়ী পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারবেন ঠিক তেমনি নতুন পদ্ধতির সঙ্গে মানিয়ে নিতেও পারবেন।

শিক্ষণের স্তর বা মাত্রা
(Level of Teaching)

শিক্ষণ কথাটির সঙ্গে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য জড়িত রয়েছে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ার মেলবন্ধনের মাধ্যমে। শিক্ষাবিদদের মতে শিখনের উদ্দেশ্যকে সফল করতে গেলে শিক্ষণের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। শিখনের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গেলে যদি বলা হয় জ্ঞান আহরণ বা শিক্ষার্থীর মানসিক দিকের উন্নতি তখন শিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানের বা মানসিক দিকের উন্নতির জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং তা আয়ত্ত করা। সেইজন্য শিখনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জটিল মানসিক প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয় তার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা শিক্ষণের বিভিন্ন স্তর বা মাত্রা সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করবো। এই স্তর বা মাত্রাগুলি হল—

i. স্বশাসনের মাত্রা (Autonomus level)
ii. স্মরণের মাত্রা (Memory level)
iii. বোঝার মাত্রা (Understanding level)
iv. প্রতিফলনের মাত্রা (Reflective level)
v. পাণ্ডিত্যের মাত্রা (Mastery level)

i. স্বশাসনের স্তর (Autonomus level)

এই স্তরের শিক্ষণের ভিত্তি হিসাবে বলা যায়, মানবকুল বংশানুক্রমিক বা জন্মগত ভাবে সক্রিয়, এই বংশানুক্রমিক সক্রিয়তার আলোচনা যে শিক্ষামূলক দর্শনে আলোচিত হয় তাই-ই এর ভিত্তি। পরম্পরা অনুযায়ী তারা তাদের মতাদর্শ সংগ্রহ করে। শিক্ষা কোনো বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া বা সংগৃহীত বিষয় নয় বা বলা যেতে পারে শিক্ষা হল শিশুনির্ভর বা শিশুকেন্দ্রিক, শিক্ষক শুধুমাত্র প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবেন, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করবেন। শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হয়, তারা গ্রহণ করতে পারে—

a. পছন্দমতো বস্তু

b. পরিচালকহীন পরিবেশ

c. দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি।

এক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা, স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ জাগানো। কিন্তু এই ধরনের গুণমান ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাধ্যমে আসবে না। শিক্ষণ হল এমন একটি উচ্চমানের অনুমোদনধর্মী প্রক্রিয়া যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনুভূতি, চিন্তনকে উন্নত করার জন্য সক্রিয় অভ্যাসের ব্যবস্থা।

ii. স্মরণের মাত্রা (Memory level)

শিখনের সঙ্গে স্মরণের ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। স্মরণমাত্রার শিক্ষণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। স্মরণ ক্রিয়া বলতে মনোবিদ স্টাউট বলেছেন— Memory is the ideal revival in which the objects of past experience reinstate as far as possible in the order and manner of the original occurence— অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতাকে সঠিকভাবে মনে করার ক্ষমতাই হল স্মরণ। স্মরণ ক্রিয়াকে বুঝতে আমরা সুবিধাজনক ভাবে বলি

শিখন ⟶ সংরক্ষণ ⟶ মনে রাখা ⟶ চেনা

এই স্তরে শিক্ষক সক্রিয় থাকেন। শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় থাকে আর উভয়ের মধ্যে কোনো সক্রিয় মিথোস্ক্রিয়া ঘটে না। আবার বলা যায় পরীক্ষায় পাশ করার জন্য শিক্ষার্থী অনেক বিষয়েই না বুঝে শুধুমাত্র মুখস্থ করে; পরীক্ষার বৈতরণী পাশ করার চেষ্টা করে। অনেক সময়ই এর পরিণতি ভাল হয় না অর্থাৎ না বুঝে শেখা বিষয় দীর্ঘ দিন মনে থাকে না। কারণ এখানে শেখা বিষয়ের সঙ্গে যান্ত্রিকতার যোগ রয়েছে।

এই স্তরের শিক্ষণের ক্ষেত্রে সিগনাল লারনিং, শৃঙ্খল শিখন, উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার শিখন ইত্যাদিকে গ্রহণ করা হয়। এই স্তরের শিক্ষণের আলোচনা আমরা করতে পারি শিক্ষাবিদ হার্বার্টকে স্মরণ করে কারণ তিনিই এই পদ্ধতি নিয়ে প্রথম চিন্তা করেছিলেন। আলোচনার জন্য তিনি কয়েকটি ধাপের উল্লেখ করেন। যেমন—

a. ফোকাস—

যেহেতু এই স্তরের মূল বিষয় হল অন্ধ বা যান্ত্রিক মুখস্থ তাই মুখস্থকে যতটা বেশি দীর্ঘস্থায়ী করা যায় তার জন্য হার্বার্ট কয়েকটি সামর্থ্যের উল্লেখ করেন—

ঙ) মানসিক দিকগুলির প্রশিক্ষণ
খ) নানাবিধ তথ্যাবলির জ্ঞান গ্রহণের ব্যবস্থা
গ) অর্জিত তথ্যাবলি মনের মধ্যে ধারণ
ঘ) সংরক্ষিত তথ্যের পুনরুদ্রেক ও উপস্থাপন

b. **সিনট্যাক্স**— এক্ষেত্রে হার্বার্ট পাঁচটি ভাগের উল্লেখ করেছেন—

i. **আয়োজন**— এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত অভিজ্ঞতার উপর প্রশ্ন করা হবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মনে নতুন কিছু জানবার জন্য কৌতূহল জাগবে। এই কৌতূহলকে জাগ্রত করেই শিক্ষক সেই দিনের পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।

ii. **উপস্থাপন**— এই পর্বে শিক্ষার্থীদের মানসিক সক্রিয়তাকে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়। এইখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সঙ্গে নতুন বিষয় অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক ঘটাতে সাহায্য করেন। যেমন এখানে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি বানাতে বলেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করেন।

iii. **সংযোগ স্থাপন**— এই পর্বে এসে শিক্ষার্থী তার সংগৃহীত তথ্যাবলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। এই যে বিভিন্ন তথ্যাবলির মধ্যে তুলনা এতে করে তাদের মনে প্রাপ্ত জ্ঞান স্থায়ী হতে থাকে।

iv. **সামান্যীকরণ**— এই স্তরে এসে শিক্ষক সমগ্র পাঠ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং শিক্ষার্থীর কাজ হল সমগ্র বিষয়টি নিয়ে ধীরে ধীরে চিন্তা করা।

v. **অভিযোজন**— এই স্তরটি হল সর্বশেষ স্তর। উল্লিখিত স্তরগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা জ্ঞানলাভ করল তা নতুন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারছে কিনা তা দেখা। যদি তারা তা করতে পারে তবেই জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হবে।

C. **সামাজিক সিস্টেম**— এখানে সামাজিক সিস্টেম হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে নিয়ে।

i. শিক্ষক এখানে মুখ্য
ii. শিক্ষার্থী গৌণ
iii. শিক্ষক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে।
iv. শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করবেন।
v. শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেরণা বা প্রেষণা জাগাবেন।
vi. শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র শিক্ষককে অনুসরণ করবেন।

D. **সহযোগী সিস্টেম**— যেহেতু অন্ধ ও যান্ত্রিক শিখনের উপর জোর দেওয়া হয়, তাই এই শিক্ষণের মূল্যায়নে—

i. লিখিত পরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়।
a. রচনাধর্মী প্রশ্নের পরীক্ষা
b. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের পরীক্ষা।
ii. মৌখিক পরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়।

শ্রেণিকক্ষে স্মরণমাত্রার শিক্ষণের তাৎপর্য বা উপযোগিতা—

১। **স্বল্পস্থায়ী শিখন**— শিখনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের মনে অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়।

২। **কেন্দ্রবিন্দু**— পাঠ্য বিষয়বস্তুই এখানে কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষকের কাজ হবে বিষয়বস্তুর উপর মনোযোগ আকর্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

৩। **মানসিক চাপ**— যেহেতু এটি বোধ বা যুক্তিহীন শিক্ষণ তাই বিষয়বস্তুকে মনে রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক একটা চাপ সকল সময় থাকে।

৪। **প্রেষণা**— বিষয়বস্তুর উপর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিক্ষককে সবসময় প্রেষণা সঞ্চারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৫। **পরীক্ষণ**— রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সাহায্যে এই শিখনের মূল্যায়ন করা হয়। এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুনরুদ্রেক ও প্রত্যাভিজ্ঞার ক্ষমতাকে বিচার করে নেওয়া হয়।

৬। **মিথোস্ক্রিয়া**— এই মাত্রার শিখনে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথোস্ক্রিয়ার সুযোগ বড়ো একটা থাকে না।

৭। **অস্পষ্ট জ্ঞান**— বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞানের অভাব থাকে।

স্মরণমাত্রার শিক্ষণের ফলপ্রসূতা—

১। উদ্দেশ্যমুখী করে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

২। বিষয়বস্তুকে উপযুক্ত ক্রম অনুযায়ী উপস্থাপন করতে হবে।

৩। শিক্ষার্থীরা ক্লান্ত হয়ে থাকলে জোর করে তাদের উপর শিক্ষণকার্য চালানো যাবে না।

৪। ছন্দ অনুযায়ী পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া চালাতে হবে।

৫। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের উপর শক্তিদায়ক উদ্দীপক (Reinforcement) ব্যবহার করতে হবে।

৬। অনুশীলন চলার সময়ই প্রয়োজন মতো শিক্ষার্থীদের পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতা মেপে নিতে হবে।

৭। সমগ্র পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

স্মরণমাত্রার শিক্ষণের সুবিধা—

১। শিশুদের শিখনের উপযোগী

২। সামান্যীকরণ লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যাবলি মনে রাখতে সাহায্য করে

৩। যেহেতু শিক্ষক একাই সক্রিয় তাই স্বল্প সময়ে অনেক তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ পান।

স্মরণমাত্রার শিক্ষণের অসুবিধা—

১। শিক্ষণের পদ্ধতির জন্য শ্রেণির পরিবেশ একঘেয়ে অনাকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

২। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার কোনো সুযোগ নেই

৩। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না

৪। শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক ক্ষমতার বিকাশ বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

শিক্ষণে বোধগম্যতার মাত্রা

Teaching at understanding level

বোধগম্যতা বা understanding কথাটির অর্থ হল to perceive the meaning of something অথবা to comprehend বা উপলব্ধি করা। এই স্তরে শিক্ষণ

...দের সুযোগ দিতে চেষ্টা করে যাতে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক আচরণের উন্নতি ঘটে। ...র্থী যদি শিক্ষার বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করতে পারে তবে তারা তাদের অর্জিত ...বা সেই জ্ঞানের যথোপযুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। এই মাত্রার ...র প্রবক্তারা হলেন জে. এস. ব্রুনার, মরিসন। মরিসনই এই মাত্রাকে পূর্ণতা দান ...। গেস্টাল্ট মতবাদীরা একে সমর্থন করেন। মরিসনের মতে এই বোধগম্যতার ...র্থ বিষয়বস্তুকে পূর্ণ দখলে আনা। তিনি আরও বলেন প্রতিটি বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ...ে ভাগ করতে হবে। এই এককের যে ধারণা তা অনেকটাই মনোবিদ্যা সমর্থিত। ...র জ্ঞান ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারাই হল ...ণের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে তিনি বলেন বোধগম্যতা শুধুমাত্র প্রত্যভিজ্ঞা বা ...করণের ক্ষমতা নয় বরং অন্তরদর্শন, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ও সম্পর্কিত। ...ের যে মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ তা এই বোধগম্যতার মাত্রার দ্বারাই সম্ভব।

...নোবিদ ও শিক্ষাবিদ মরিসন শিখনের বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাগ করে ...ন নামের পক্ষপাতী ছিলেন। এই এক একটি এককে জ্ঞান লাভ পূর্ণ হলেই ধীরে ...া তারা সমগ্র বিষয়ের উপরই বোধগম্যতা অর্জন করে। মরিসন এই বোধগম্যতার ...কে চারটি স্তরে ভাগ করেন। যেমন— A. ফোকাস, B. সিনট্যাক্স, C. সামাজিক ...ম, D. সহযোগী সিস্টেম।

A. ফোকাস **Focus**— বোধগম্যতার মাত্রার ফোকাস বা উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে ...র্থী বাস্তবটি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বেরও যথেষ্ট পরিবর্তন ...ধিত হয়।

B. সিনট্যাক্স **Syntax**— এই সিনট্যাক্সকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করে মরিসন ব্যাখ্যা ...ন। যেমন—

i) অভিযান (Exploration)— এই স্তরে শিক্ষকের কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

i. শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পাঠদান করছেন সেই বিষয়ে সঠিক বোধগম্যতা তার ...ছে কিনা তা শিক্ষক নানাভাবে প্রশ্ন করে জেনে নেবেন।

ii. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।

iii. শিক্ষা দানের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য ক্রমাঙ্ক স্থির করে নেবেন।

iv. কীভাবে তিনি পাঠ উপস্থাপন করবেন তার পদ্ধতি স্থির করবেন।

ii) উপস্থাপনা (Presentation)— এই স্তরে শিক্ষকের ভূমিকা থাকে অত্যন্ত সক্রিয়। ...এই স্তরে সক্রিয়তার সঙ্গে যে কাজগুলো করেন, সেগুলো হল—

i. সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের সামনে ...পিত করবেন কিন্তু সেই ছোটো ছোটো অংশের মধ্যে যেন সম্পর্ক থাকে।

ii. এই স্তরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের খুব ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে।

iii. বিষয়বস্তুর উপস্থাপন কালে যাতে শিক্ষার্থীরা সকল বিষয় ঠিকভাবে বুঝতে পারে ...তে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন।

iv. পাঠ্য বিষয়টির পুরোটা পাঠদানের পরে আবার করে শিক্ষক সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করবেন।

৩। আত্মীকরণ (Assimilation)— আত্মীকরণ বলতে যে বিষয় শিক্ষার্থীরা শিখল তা নিজের নিজের চিন্তা চেতনার সাথে মিলিয়ে আত্মস্থ করা। এক্ষেত্রে যে পর্যায়গুলি লক্ষ করা যাবে তা হল—

i. আত্মীকরণের জন্য শিক্ষার্থী সাধারণীকরণের সাহায্য নেয়।

ii. এই সময় শিক্ষার্থীদের প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়। তাই তারা লাইব্রেরি ল্যাবরেটরির ব্যবহার করে।

iii. এই পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক খুব কাছের হয়।

iv. যা শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়েছে শ্রেণিতে সেই বিষয়ে শিক্ষার্থী পারদর্শী হল কি তা পরীক্ষা করবেন শিক্ষক।

v. এই স্তরে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা অনুরূপ সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে কতটা সমাধান করতে পারছে তা দেখতে হবে।

৪। সংগঠন (Organisation)— যে বিষয় শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে শিখল, এই স্তরে এসে সে সেটা নিজের ভাষায়, শিক্ষকের বা শ্রেণির অন্য কোনো শিক্ষার্থীর সাহায্য না নিয়ে লিখে ফেলবে।

৫। আবৃত্তি (Recitation)— সিনট্যাক্সের সর্বশেষ স্তর হল আবৃত্তি। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুকে জোরে জোরে ছন্দের মতো করে উচ্চারণ করবে যাতে তার স্পষ্ট উচ্চারণ ও ছন্দবদ্ধভাবে পঠন শ্রেণির সব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে।

C. সামাজিক তন্ত্র বা সিস্টেম— এই ধাপে শিক্ষার্থীরাই বেশি সক্রিয়। শিক্ষক থাকবেন গাইডের ভূমিকায়। এখানে শিক্ষার্থীরা অন্তর্জাত ও বহির্জাত উভয় প্রেষণার দ্বারা পরিচালিত হবেন।

D. সহযোগী তন্ত্র বা সিস্টেম— এই সিস্টেমে শিক্ষার্থীরা সকল সময় সক্রিয়। পঠনীয় বিষয় অধ্যয়ন করলেই শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয় না, তাদের পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষায় লিখিত ও মৌখিক দুই ধরনের প্রশ্নপত্রের উত্তর শিক্ষার্থীদের করতে হয়।

বোধগম্যতার স্তরের বৈশিষ্ট্য—

১। বোধগম্যতার স্তরটি সম্পূর্ণভাবে মনোবিজ্ঞানসম্মত হবে।

২। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শিক্ষাদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে দুইজনেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

৩। শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষক সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন।

৪। এই স্তরের মাধ্যমে আচরণের স্থায়ী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

৫। শিক্ষণের এই স্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিষয়ের উপর পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে উপযোগিতা বা তাৎপর্য :-

১। কী বিষয়ে পাঠদান করা হবে এবং কেন করা হবে সেই বিষয়ে খুবই স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

২। বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষক আন্তরিক ভাবে যুক্ত থাকবেন তাই দেখেই শিক্ষার্থীর জড়তা ও ভয় কাটবে।

৩। শিক্ষার্থী সহজভাবে বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হবে।

৪। ঠিকমতো পাঠটীকা ব্যবহার করতে হবে।

৫। এই স্তরের শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক গভীরে গিয়ে বিষয়বস্তুর আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি জানতে পারে।

বোধগম্যতার মাত্রার শিক্ষণের সুবিধা :—

১। এই শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

২। অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়।

৩। উচ্চতর পর্যায়ের শিখন সম্ভব হয়।

অসুবিধা :—

১। শিক্ষার্থী অনেক সময়ই শিক্ষক নির্ভর।

২। শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুই প্রধান হয় শিক্ষার্থীর আগ্রহ থেকে।

৩। স্বশিখনের সুযোগ অনেক কম।

৪। শিক্ষার্থীদের আচরণের দিকটি খুবই অবহেলিত।

৫। সৃজনশীলতা প্রকাশের অভাব আছে।

চিন্তাশীলমাত্রার শিক্ষণ
(Teaching at Reflective level)

এর অর্থ সমস্যাকেন্দ্রিক শিক্ষণ বা চিন্তাশীলমাত্রার শিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশে সহযোগিতা করা এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের বিকাশে সুযোগ করে দেওয়া। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রতিফলনের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। তারা তাদের সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্তিপূর্ণ বিচার বা তর্কমূলক, কল্পনামূলক চিন্তনের সাহায্য নেয়। এরই পরিণতিতে সফল ও সুখী জীবনযাপনে সমর্থ হয়। M. L. Bigg এর মতে, Reflective level of teaching tends to develop the classroom atmosphere, which is more critical and penetrating and more open to fresh and original thinking— অর্থাৎ, এই চিন্তনশীল মাত্রার শিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণির পরিবেশ অনেক বেশি সক্রিয় হয় শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল চিন্তা সমস্যা সমাধানমূলক যুক্তি, মৌলিক চিন্তা ইত্যাদির অবতারণা করতে পারে।

শিক্ষার্থীরা এই মাত্রার শিক্ষণের মাধ্যমে সৃজনী শক্তির বিকাশের সুযোগ পায়। এই স্তরে শিক্ষণ তখন ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন শিক্ষক, যখন শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যামূলক পরিবেশের সম্মুখীন হবে। শিক্ষার্থীরা সমস্যামূলক ঘটনাটি ভালোভাবে

নিরীক্ষণ করবে, কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে তার জন্য চিন্তা করবে, যুক্তির আশ্রয় নেবে, তারপর সাধারণীকরণের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করবে। যে-কোনো সমস্যামূলক পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে যখন উপস্থাপিত করা হয় তখন শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে যে ধরনের কাজগুলি করবে সেগুলি হল সমালোচনামূলক চিন্তন, সৃজনশীলতা কল্পনা। এগুলির সাহায্য নিয়ে সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হবে। এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করে সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সমাধানে সচেষ্ট হয়। এই সমস্যা সমাধানে যে স্তরগুলি গ্রহণ করা হয় তা হল—

i. স্বীকৃতি ও সংজ্ঞায়িতকরণ।
ii. হাইপথিসিস গঠন অর্থাৎ লক্ষ্য নির্ধারণ।
iii. লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অভীক্ষা গঠন।
iv. সবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এই চিন্তনশীল শিক্ষণমাত্রার বিকাশ ঘটেছে মনোবিদ হান্টের অবদানের জন্য। তিনি এই মাত্রার বিকাশ ঘটিয়েছেন যেভাবে তার আলোচনা আমরা এবার করি।

A. **ফোকাস**— এখানে এই মাত্রার তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেন—
i. সমস্যা সমাধান করার মতো যুক্তিবোধের বিকাশ।
ii. নতুন কিছু সৃষ্টি করার ও চিন্তা করার ক্ষমতার বিকাশ।
iii. মৌলিক চিন্তার বিকাশ।
iv. স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতার বিকাশ।

B. **সিনট্যাক্স**— এখানে চারটি স্তরের কথা বলেছেন মনোবিদ হান্ট।
i. শিক্ষকই শ্রেণিকক্ষে প্রথম একটি সমস্যা উপস্থাপন করবেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে।
ii. শিক্ষার্থীদের কাজ হবে সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীনভাবে যুক্তিপূর্ণ চিন্তার আশ্রয় নেওয়া। এই কাজ করতে গিয়ে তারা এক বা একের বেশি প্রকল্প গঠন করবেন।
iii. প্রকল্প অনুযায়ী তারা তথ্য সংগ্রহ করবে।
iv. সংগৃহীত তথ্য দিয়ে প্রকল্পের সাহায্যে সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা সচেষ্ট হবে। এবং ক্রমাগত পরীক্ষা করতে থাকবে তথ্যগুলি দিয়ে কার্যকরী প্রকল্প স্থির করবে। অবশেষে তারা সঠিক প্রকল্প দিয়ে সমস্যার সমাধানে পৌঁছাতে পারবে। আর এরই মাধ্যমে তারা মৌলিক জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

C. **সামাজিক তন্ত্র**— এই মাত্রার শিক্ষণে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ। এখানে শিক্ষার পরিবেশে গণতান্ত্রিকতা লক্ষ করা যায়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পাঠদান ও গ্রহণে সমানভাবে সক্রিয় থাকে। শিক্ষক যে কাজগুলি করবেন সেগুলি হল—
i. তিনি শ্রেণিকক্ষে সমস্যা উপস্থাপন করবেন।
ii. শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।
iii. শিক্ষার্থীর অন্তরজাত প্রেষণা বাড়ানোর অনুপ্রেরণা দেবেন।

D. **সহযোগী তন্ত্র**— এই মাত্রার শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়নের

লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যাবে তাদের মনোভাব, শীলতা, চিন্তা করার ক্ষমতা সমস্যা সমাধানে তৎপরতা ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য—

i. স্বাধীন চিন্তার বিকাশের পথ।
ii. সমস্যা সমাধানের জন্য যে চিন্তনের প্রয়োজন সেখানে অন্তর্দৃষ্টিমূলক চিন্তার সুযোগ।
iii. শিক্ষকের ব্যবহার সকল সময় গণতান্ত্রিক।
iv. এটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া— সমস্যাপ্রদান ও তার সমাধান।
v. এই মাত্রা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।
vi. শিক্ষার্থী এখানে পুরোপুরি সক্রিয়।
vii. এই মাত্রার শিক্ষণ কেবলমাত্র পাঠ্যক্রম ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

উপযোগিতা/তাৎপর্য—

i. শিক্ষার্থীর প্রেষণাকে এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।
ii. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এখানে খুবই ঘনিষ্ঠ।
iii. শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে খোলামেলা এবং শিক্ষার্থীরা এখানে থাকবে স্বাধীনভাবে।
iv. যে-কোনো সমস্যাকে সমাধানের জন্য যাতে শিক্ষার্থীরা ভয় না পেয়ে বাধাহীনভাবে যেতে পারে স্বাধীনভাবে প্রকল্প তৈরি করতে পারে সেই পরিস্থিতি শিক্ষক তৈরি করেন।
v. শিক্ষার্থীরা যত কঠিন সমস্যাই হোক না কেন তারা যাতে সমাধানের জন্য মানসিক ভাবে তৈরি হতে পারে এই দৃঢ় চরিত্রের মানুষ হিসাবে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠতে পারে।

সুবিধা ঃ-

i. শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হৃদ্যতাপূর্ণ এবং শিখন সহায়ক।
ii. উন্নত চিন্তা, যুক্তির বিকাশের ফলে জ্ঞানমূলক বিকাশ সম্ভব হয়।
iii. শুধু পাঠ্যক্রম নয় তার বাইরেও অনেক বিষয় নিয়ে শিক্ষণ দান সম্ভব।
iv. এই শিক্ষণমাত্রা অবশ্যই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।

অসুবিধা ঃ-

i. মূলত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উপযোগী। প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক।
ii. একটি বিষয়ের সমস্যা, সমাধানের জন্য সময়কে মাপা যায় না।
iii. শিক্ষণ মূলত সমস্যা সমাধানেরই উপযোগী।
iv. এই ধরনের শিক্ষণ দানের জন্য বিশেষ বা অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন।

নির্দেশিকা ঃ-

i. এমন কোনো সমস্যা উপস্থাপন করা যাবে না, যাতে করে যে শ্রেণিতে সমস্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে তারা সেই স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। অর্থাৎ সমস্যাটি বোঝার পরিবেশ এবং মানসিকতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যদি তারা সমস্যাটি বুঝতে পারে তবে তারা আগ্রহবশত সমাধানের দিকে এগিয়ে যাবে।

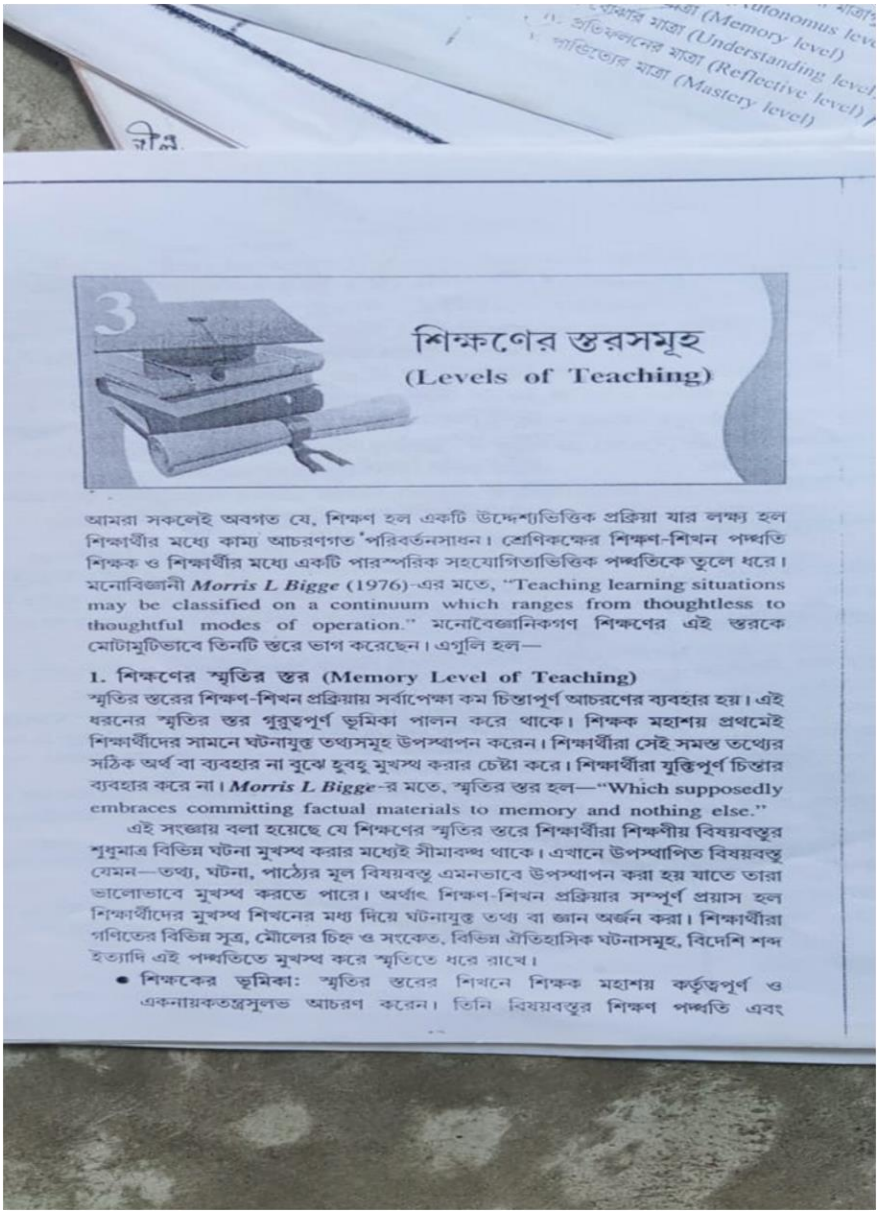

3

শিক্ষণের স্তরসমূহ
(Levels of Teaching)

আমরা সকলেই অবগত যে, শিক্ষণ হল একটি উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে কাম্য আচরণগত পরিবর্তনসাধন। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতিকে তুলে ধরে। মনোবিজ্ঞানী ***Morris L Bigge*** (1976)-এর মতে, "Teaching learning situations may be classified on a continuum which ranges from thoughtless to thoughtful modes of operation." মনোবৈজ্ঞানিকগণ শিক্ষণের এই স্তরকে মোটামুটিভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এগুলি হল—

1. শিক্ষণের স্মৃতির স্তর (Memory Level of Teaching)

স্মৃতির স্তরের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা কম চিন্তাপূর্ণ আচরণের ব্যবহার হয়। এই ধরনের স্মৃতির স্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষক মহাশয় প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সামনে ঘটনাযুক্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরা সেই সমস্ত তথ্যের সঠিক অর্থ বা ব্যবহার না বুঝে হুবহু মুখস্থ করার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থীরা যুক্তিপূর্ণ চিন্তার ব্যবহার করে না। ***Morris L Bigge***-র মতে, স্মৃতির স্তর হল—"Which supposedly embraces committing factual materials to memory and nothing else."

এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে শিক্ষণের স্মৃতির স্তরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর শুধুমাত্র বিভিন্ন ঘটনা মুখস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু যেমন—তথ্য, ঘটনা, পাঠ্যের মূল বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে তারা ভালোভাবে মুখস্থ করতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রয়াস হল শিক্ষার্থীদের মুখস্থ শিখনের মধ্য দিয়ে ঘটনাযুক্ত তথ্য বা জ্ঞান অর্জন করা। শিক্ষার্থীরা গণিতের বিভিন্ন সূত্র, মৌলের চিহ্ন ও সংকেত, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ, বিদেশি শব্দ ইত্যাদি এই পদ্ধতিতে মুখস্থ করে স্মৃতিতে ধরে রাখে।

- **শিক্ষকের ভূমিকা:** স্মৃতির স্তরের শিখনে শিক্ষক মহাশয় কর্তৃত্বপূর্ণ ও একনায়কতন্ত্রসুলভ আচরণ করেন। তিনি বিষয়বস্তুর শিক্ষণ পদ্ধতি এবং

উপস্থাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি নিজ উদ্যোগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে ক্রম-অনুযায়ী সজ্জিত করেন এবং তার উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। তাদেরকে পুনঃপাঠ ও অনুশীলনের প্রতি মনোযোগী করে তোলেন এবং এই ঘটনাযুক্ত তথ্যের সংরক্ষণের জন্য মুখস্থনির্ভর পদ্ধতিতে স্মৃতিতে ধারণ করতে সাহায্য করেন। এইভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শিক্ষককেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

- **শিক্ষার্থীর ভূমিকা:** শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে ভাবা হয় শিক্ষার্থীর মস্তিষ্ক হল এক বিশাল আধার, যেখানে নিষ্ক্রিয় বিষয়ের তথ্য বা জ্ঞান সঞ্চিত হবে। শিক্ষক মহাশয় এই সমস্ত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে সঞ্চালন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা যান্ত্রিক স্মৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সমস্ত তথ্য গ্রহণ করবেন। শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে শিক্ষার্থীর কোনো নিজস্ব স্বাধীনতা বা নিজ উদ্যোগ থাকে না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের খুবই অল্প পরিমাণে মিথস্ক্রিয়া হয়।
- **প্রেষণার প্রকৃতি:** স্মৃতির স্তরের শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেহেতু নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে, সুতরাং তাদের প্রেষণা মূলত বাহ্যিক প্রকৃতির। সেখানে এমন কিছু বিষয়বস্তু থাকে না, যা তাদেরকে প্রকৃত আগ্রহী ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ে অভিমুখী করবে। শিক্ষার্থীরা বাহ্যিক উপাদান যেমন—শাস্তির ভয়, শিক্ষকের অনুগ্রহ পাওয়া, পরীক্ষায় পাস করা, উপরের ক্লাসে প্রমোশন বা উন্নীতকরণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় মুখস্থ করে পাঠগ্রহণ করে থাকে।
- **শিক্ষণ পদ্ধতি:** এই স্তরে শিক্ষণ হল শিক্ষককেন্দ্রিক বা বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় বক্তৃতা পদ্ধতি, পাঠ্যবই পঠন পদ্ধতি, বক্তৃতা ও ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের পদ্ধতি, অবরোহী পদ্ধতি, বর্ণনা পদ্ধতিতে একমুখী প্রক্রিয়ায় পাঠদান করে থাকেন।
- **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** এক্ষেত্রে শিখনের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা স্মৃতিতে ধারণ করা। শিক্ষক মহাশয় মূল্যায়ন কৌশল হিসেবে রচনাধর্মী, সংক্ষিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহার করে থাকেন।

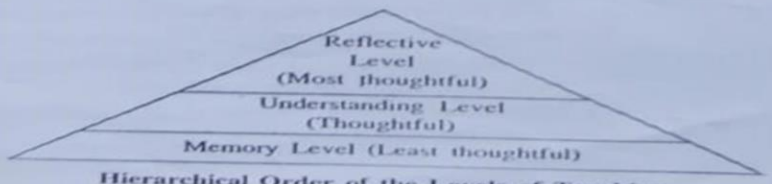

Hierarchical Order of the Levels of Teaching

2. শিক্ষণের ধারণার স্তর (Understanding Level of Teaching)

স্মৃতির স্তরের শিক্ষণের থেকে তুলনামূলকভাবে উন্নত স্তরের শিক্ষণ প্রক্রিয়া হল ধারণা বা বোধগম্যতার স্তর। এই স্তরে চিন্তন প্রক্রিয়া ও মৌখিক দক্ষতার ব্যবহার হয়। এগুলি বিভিন্ন প্রকারের যেমন—যুক্তিপ্রয়োগ, চিন্তনক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, বিশ্লেষণ, তুলনা, প্রয়োগ, সামান্যীকরণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রভৃতি।

অর্থ এবং সংজ্ঞা

Morris L. Bigge (1967) তাঁর 'Learning Theory for Teachers' গ্রন্থে শিক্ষণের বোধগম্যতার স্তর বলতে বুঝিয়েছেন—"That seeks to acquaint students with the relationship between a generalization and particulars—between principles and solitary facts and which shows the use to which the principles may be applied."

উপরোক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে শিক্ষণের ধারণার স্তরে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়—

1. এটি স্মৃতির স্তরের অর্জিত তথ্য বা ঘটনার অর্জন প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেয় না বরং ওই সমস্ত অর্জিত তথ্যের সামান্যীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।
2. শিক্ষার্থীরা সহজেই একটি স্বাতন্ত্র্য ঘটনাবলি এবং ওই ঘটনাগুলি থেকে উদ্ভূত সাধারণীকৃত নীতির মধ্যে সম্পর্ক শনাক্তকরণ করতে পারে।
3. সামান্যীকৃত নীতিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে নতুন জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে এবং তারা ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারে।

- **শিক্ষকের ভূমিকা:** স্মৃতির স্তরের মতো এই স্তরেও শিক্ষক প্রধান ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষণের এই পদ্ধতিও অতিমাত্রায় বিষয়কেন্দ্রিক। ফলস্বরূপ, শিক্ষক মহাশয় উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার জন্য বেশিমাত্রায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জনের দিকে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্মরণক্রিয়া অপেক্ষা সম্পূর্ণ বোধগম্যতা এবং সামান্যীকরণের উপর জোর দিতে হবে।
- **শিক্ষার্থীর ভূমিকা:** শিক্ষণের স্মৃতির স্তরের মতো এই স্তরে শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে না। অর্জিত ঘটনার কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতার জন্য শিক্ষার্থী সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মূল চাবি শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত থাকে। শিক্ষকের গঠন করা রূপরেখার মধ্যে শিক্ষার্থীকে ক্রিয়া এবং মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলিকে অনুধাবন করতে হবে।
- **প্রেষণার প্রকৃতি:** যদিও শিক্ষণের এই স্তরে প্রেষণা সর্বদা জড়িত তথাপি স্মৃতির স্তরের মতো এক্ষেত্রেও প্রেষণা মূলত বাহ্যিক প্রকৃতির।

- শিক্ষণ পদ্ধতি: বোধগম্যতা স্তরের শিক্ষণের জন্য বক্তৃতা পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিপাদন পদ্ধতি যুক্ত করা হয়। ব্যাখ্যাপ্রদান, বর্ণনায় সাহায্যকারী হিসেবে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি এবং আরোহী পদ্ধতির সঙ্গে অবরোহী পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লেষণ পদ্ধতির সংযুক্তিকরণ প্রভৃতি পদ্ধতি এই স্তরের শিক্ষণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে প্রযোজ্য।
- মূল্যায়ন কৌশল: বোধগম্যতার স্তরে শিক্ষণের মূল্যায়ন বিস্তৃতভাবে করা হয়। অর্জিত শিক্ষণীয় নীতির প্রয়োগ, শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে পূর্বপরিকল্পিত মৌখিক, লিখিত, ব্যাবহারিক পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করা হয়। অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সংশ্লেষণ, তুলনা করা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সামান্যীকৃত নীতির প্রয়োগ, দক্ষতা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ।

3. শিক্ষণের চিন্তার স্তর (Reflective Level of Teaching)

চিন্তার স্তরের শিক্ষণ হল শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্তর। এটি সর্বোচ্চ চিন্তাযুক্ত ক্রিয়াপ্রণালীর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। এই স্তরে বৌদ্ধিক দক্ষতার ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ বুদ্ধিতে কাম্য গুণগত শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকে।

অর্থ এবং সংজ্ঞা

যে স্তরের শিক্ষণে শিক্ষার্থী মৌলিক, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও সুগভীর অর্থবহ চিন্তন প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়, সেই স্তরকে সাধারণত চিন্তার স্তরের শিক্ষণ বলে।

Morris L Biggie (1967) চিন্তার স্তর বলতে বুঝিয়েছেন—"Careful, critical examination of an idea or supposed article of knowledge in the light of the testable evidence which supports it and the further conclusions towards which it points."

উপরোক্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়—

1. এটি শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যমান ঘটনা, ধারণা, অন্তর্দৃষ্টি, সামান্যীকরণ সম্পর্কে সতর্কযুক্ত এবং নিখুঁত পরীক্ষণের সুযোগ দেয়।
2. শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক প্রামাণিক (Evidence) তথ্যের দ্বারা জ্ঞানকে যাচাই করতে পারে।
3. শিক্ষার্থীরা শিখনের নতুন ধারণা বা নতুন অন্তর্দৃষ্টিলাভের জন্য স্বাধীনভাবে অনুমান (Hypothesis) গঠন করতে পারে, তা যাচাই করতে পারে এবং তা থেকে নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

- শিক্ষকের ভূমিকা: স্মৃতির স্তর ও বোধগম্যতার স্তরের মতো এই স্তরে শিক্ষক কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রধান ভূমিকা পালন করে না। এখানে শিক্ষক মহাশয় কোনো ঘটনা বা সামান্যীকরণ না করে শিক্ষার্থীদের দ্বারা তা আবিষ্কার করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের

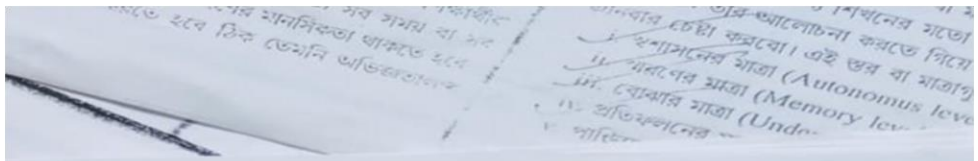

দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা আবিষ্কার করবেন, পারস্পরিক আলোচনা শুরু করবেন, বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ মতামত আহ্বান করবেন, স্বাধীনভাবে সমস্যাকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করবেন। এখানে শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মধ্যে চিন্তাশীল, উদ্ভাবনী দক্ষতা, অধ্যবসায়, বিচক্ষণতা, মুক্ত চিন্তা, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব এবং অন্যান্য সুব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলি থাকবে।

- **শিক্ষার্থীর ভূমিকা:** শিক্ষণের চিন্তার স্তরে শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতা বা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। শিখনের সময় শিক্ষার্থী বিভিন্ন বৌদ্ধিক দক্ষতার দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব ঘটাবে এবং তার সমস্যা সমাধানে ব্রতী হবে। ঘটনা ও সামান্যীকৃত ধারণা শুধুমাত্র শিখবে ও বুঝবে না, সেইসঙ্গে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তার কৌশল আয়ত্ত করবে।
- **প্রেষণার প্রকৃতি:** এখানে প্রেষণা মূলত অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির। এখানে শিক্ষার্থী সর্বদা চিন্তা ও গভীর উদ্‌বিগ্নতার সঙ্গে কোনো কিছু জানার চেষ্টা করে। তারা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার সমাধান করতে আগ্রহী হয়। এই ধরনের প্রেষণা শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য করে যা তাদের জীবন্ত, সক্রিয়, চিন্তাপূর্ণ, গভীর, মুক্ত ও বিশুদ্ধ চিন্তনের অধিকারী করে তোলে।
- **শিক্ষণ পদ্ধতি:** এক্ষেত্রে শিক্ষণের পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষককেন্দ্রিক এবং বিষয়কেন্দ্রিক না হয়ে অতিমাত্রায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষক মহাশয় ঘটনা ও সামান্যীকরণ না করে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভাবন, গঠন এবং তার সমাধানের উপর জোর দেন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধান করা হয়। ফলস্বরূপ, এখানে বিশ্লেষণ পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি প্রভৃতি চিন্তার স্তরের শিক্ষণকে ফলপ্রদ ও ফলপ্রসূ করে।
- **মূল্যায়ন কৌশল:** শিক্ষণ পদ্ধতির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে মূল্যায়ন কৌশল নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী চিন্তাপূর্ণ শিক্ষণের স্তরে ঘটনা বা তথ্য অর্জন করেছে তার উপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান স্বাধীনভাবে করার উপর জোর দেওয়া হয়। সুতরাং, সাধারণ অভীক্ষার কৌশল এখানে ব্যবহার করা হয় না। এখানে সাধারণত প্রশ্নগুলি রচনাধর্মী বা মুক্ত প্রকৃতি (Open end type) হয় যা শিক্ষার্থীদের সমস্যাসমাধান ক্ষমতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বা সৃজনশীলতা পরিমাপ করতে পারে।

স্মৃতির স্তর, ধারণার স্তর এবং চিন্তার স্তরের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা (A Summarized Comparative Study of the Memory Level, Understanding Level and Reflective Level of Teaching)

স্তর / বৈশিষ্ট্য	স্মৃতির স্তর (Memory Level)	ধারণার স্তর (Understanding Level)	চিন্তার স্তর (Reflective Level)
ক্রিয়াকলাপের ধরন	স্বল্প চিন্তন।	মাঝারি চিন্তন।	অধিক চিন্তন।
প্রবক্তা	হার্বার্ট।	মরিসন।	হান্ট।
মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ধারণা	মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্ব, থর্নডাইকের সংযোগবাদ ও অনুবর্তনের তত্ত্ব, Mass theory, Herbartian appreciation.	হার্বার্টের প্রদত্ত শিক্ষণ-শিখনের পাঁচটি ধাপ, গেস্টাল্টের অন্তর্দৃষ্টিমূলক সমগ্রতাবাদের তত্ত্ব।	শিখনের প্রজ্ঞামূলক ফিল্ড তত্ত্ব।
মূল উদ্দেশ্য	জ্ঞান: বিভিন্ন ঘটনা এবং তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।	ধারণা: সমগ্র ধারণা এবং সাধারণীকৃত অন্তর্দৃষ্টির সজ্জিত জ্ঞান অর্জন।	ধারণা এবং সৃষ্টিশীল: নতুন অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কার, স্বাধীনভাবে সমস্যাসমাধান
বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং উপস্থাপন	গঠিত, সংগঠিত এবং পূর্বপরিকল্পিত নিয়মানুগ বাস্তব তথ্যমূলক উপাদানের উপস্থাপন।	গঠিত, সংগঠিত, পূর্বপরিকল্পিত, অর্থপূর্ণ, সাধারণীকৃত এবং প্রয়োগমূলক বিষয়বস্তুর উপস্থাপন।	অসংগঠিত, মুক্ত, সমস্যা-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপন।
শিক্ষকের ভূমিকা	কর্তৃত্বপূর্ণ এবং একতান্ত্রিক, সম্পূর্ণ ধারণা বিবৃতি।	কর্তৃত্বপূর্ণ ও একতান্ত্রিক, শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর ধারণা ও জ্ঞান প্রদান।	গণতান্ত্রিক, সহযোগিতামূলক চিন্তন ও সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সাহায্যকারী।
প্রেষণার প্রকৃতি	বাহ্যিক।	বাহ্যিক।	অন্তর্নিহিত।
শিক্ষণ পদ্ধতি	বিষয় ও শিক্ষককেন্দ্রিক: মুখস্থ শিখনের উপর জোর দেওয়া হয়।	বিষয়কেন্দ্রিক: অর্থপূর্ণ শিখনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।	শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও সমস্যামূলক: আবিষ্কার শিখন এবং সমস্যা সমাধানের উপর জোর দেওয়া হয়।
শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ	সম্পূর্ণ নির্বোধ শিক্ষার্থী, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া হয় না অর্থাৎ একমুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়া।	মাঝামাঝি ধরনের মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষক অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।	শিক্ষার্থী সক্রিয় ও উৎসাহপূর্ণ, গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়া, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
মূল্যায়ন কৌশল	মৌখিক ও লিখিত: স্মৃতির ক্ষমতা পরিমাপের জন্য পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞাজনিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়।	মৌখিক, লিখিত, এবং ব্যাবহারিক: শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও ধারণা পরিমাপের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়।	মৌখিক, লিখিত ও ব্যাবহারিক: শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা পরিমাপের জন্য রচনাধর্মী বা মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার করা হয়।